WELLAND GOULDSMITH SCHOOL, PATULI
CLASS - XI
BENGALI 2ND LANGUAGE
Answer key
Ora Kaj Kore

১. ক) উ: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ওরা কাজ করে' কবিতায় আবার অর্থে 'আরবার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ কে শাসন করতে বারবার করে বিভিন্ন জাতি এদেশে এসেছে। এক জাতি চলে গেলে আবার আরেক জাতির এ দেশে আসাকে বোঝাতে কবি এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

কবিগুরু মহাশূন্য পথে চেয়ে সুদূর অতীতের ছবি দেখেছেন। সেখানে তিনি দেখেছেন ভারতের বুকে পাঠান মোগলদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ছবি। কিন্তু বর্তমানে তাদের কোনো চিহ্ন আর নেই। তাদের আসন শূন্য। এখানে সেই শূন্য আসনকেই শূন্যতলে বলা হয়েছে। যার দখল নিতে এসেছে প্রবল প্রতাপশালী ইংরেজ।

খ) উ: প্রবল প্রতাপশালী ইংরেজ জাতি ভারতবর্ষে তাদের সাম্রাজ্য স্থাপন করতে দলে দলে এসেছে।

গ) উ: এখানে লৌহবাধাঁ পথ বলতে রেলপথ বা রেললাইনকে বোঝানো হয়েছে।

এখানে কবি বলতে চেয়েছেন যে ইংরেজরা সমগ্র ভারতবর্ষজুড়ে রেলপথ বিস্তার করে, রেলগাড়িকে ভিত্তি করে ভারতবর্ষের বুকে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। তারা যেন লোহার তৈরি রেলপথ দিয়ে সমগ্র ভারতকে বেঁধে ফেলেছে।তাই কবির এই উক্তি।

ঘ) উ: 'অনলনিশ্বাসী রথ' হল রেলগাড়ি।

কবিগুরু রেলগাড়ি কে অনলনিশ্বাসী রথ বলেছেন। কারণ অনল কথাটির অর্থ হল আগুন। কয়লার ইঞ্জিনে চলা রেলগাড়ি আগুন ও তীব্র ধোঁয়া উদগীরণ করতে করতে চলত। তা দেখে কবির মনে হয়েছে যে তার যেন নিশ্বাসে আগুন বের হয়।

২. ক) উ: 'ওরা কাজ করে' কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাটির পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখেছেন যে আবহমান কাল ধরে চলে আসছে শ্রমজীবী মানুষের কর্মকান্ড।মানুষের প্রয়োজনের দাবি মেটানোর জন্য এইসব শ্রমজীবী মানুষেরা সদাই ব্যস্ত। তারাই এই মানবজাতির জীবন তরীর দাঁড় টেনে নিয়ে চলে। এরা মাঠে মাঠে বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে, নগরে প্রান্তরে কাজ করে সভ্যতা কে এগিয়ে নিয়ে যায়।

খ) উ: মহাশূন্য পথে তাকিয়ে কবি দেখেছেন যে যুগ যুগ ধরে যেসব সাম্রাজ্য লোভীরা ভারতবর্ষের বুকে আক্রমণ করেছিল তাদের কোন চিহ্ন আর বর্তমান নেই। কালের গর্ভে তাদের সমস্ত ঐশ্বর্য বিলীন হয়ে গেছে। সেই পাঠান ও মোগলদের কাহিনী আজ অতীত। তা শুধুমাত্র ইতিহাসের পাতায় আশ্রয় নিয়েছে।

গ) উ: বিপুল জনতা বলতে কবি রবীন্দ্রনাথ শ্রমজীবী মানুষদের বলেছেন।

এইসব শ্রমজীবী মানুষেরা সভ্যতার হাল ধরে থাকে। তারা দিন রাত্রি পরিশ্রম করে সভ্যতার চাকাকে এগিয়ে নিয়ে চলে। তারা মাঠে বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে, নৌকা চালায়, কলকারখানায় কাজ করে। সমগ্র দেশজুড়ে চলে তাদের কর্মকাণ্ড। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে, পাঞ্জাব বোম্বাই গুজরাটে মেহনতী মানুষের কর্মের মহামন্ত্রধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকে প্রতিনিয়ত।

ঘ) উ: জীবন সায়াহ্নে উপনীত কবি রবীন্দ্রনাথ মর্মের গভীরে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের শাশ্বত অবদান উপলব্ধি করেছেন। উপেক্ষিত অবহেলিত শ্রমিক কৃষক শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানব কল্যাণের জন্য কাজ করে যায়, তাদের কর্মপ্রবাহ নিরন্তর চলতে থাকে। এই উৎপাদক শ্রেণীর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়েই মানব সভ্যতা পরিপুষ্টি লাভ করে। সাম্রাজ্যবাদীরা নয়– ইতিহাসের প্রকৃত স্থপতি এরাই। জীবন যাপনের মহামন্ত্র এদের মুখেই ধ্বনিত হয়। এই জীবনের মহামন্ত্রই মহাকালের বুকে চিরন্তন সত্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকে।